দৈনিক জনকণ্ঠ

115

DEC. 1 9 2000

পত্রিকা ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শিক্ষাঙ্গনে রক্তপাত বন্ধ হোক

বিজয় দিবস আমাদের জাতীয় জীবনে আনন্দ ও বেদনার দিন। আনন্দের এ কারণে যে, ৩০ লাখ শহীদের রক্তের বিনিময়ে, ২ লাখ মা-বোনের ইজ্জত বিসর্জন ও দখলদার পাকবাহিনীর অমানবিক নিপীড়ন, নির্যাতনের পরে এই দিনটিতে আমাদের স্বাধীন দেশের অভ্যুদয়। প্রতিবছর এই পবিত্র দিনটিতে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে আবাল-বৃদ্ধবনিতার ঢল নামে সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে এবং অন্য পবিত্র স্থানগুলোতে। এই দিনটিতে জাতি কৃতজ্ঞতায় অশ্রুসিক্ত হয়ে স্মরণ করে ঐ শহীদদের, যাঁদের রক্তের বিনিময়ে আজও আমরা বেঁচে আছি। বেদনাবিধুর হয়ে মনে করি ১৪ ডিসেম্বর বুদ্ধিজীবী হত্যার কথা। আজ ২৯ বছর পরেও দেখা যাচ্ছে, বাঙালী জাতির উদারতার ফলে বেঁচে যাওয়া স্বাধীনতার চিহ্নিত শত্রু আলবদর, রাজাকার ও মৌলবাদী সকল শক্তি স্বাধীনতার বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়োগ করে মাঠে নেমেছে। তাই এবারের বিজয় দিবসের অঙ্গীকার ছিল 'রাজাকারমুক্ত বাংলাদেশ চাই।' দেখা গেল, এই প্রশ্নে গোটা জাতি ঐক্যবদ্ধ। ঠিক এই প্রেক্ষাপটে খবরের কাগজে 'চট্টগ্রামে ছাত্রলীগের বন্দুকযুদ্ধে হত ১, রাবিতে সংঘর্ষ/বিজয় দিবসে ফুল দেয়ার প্রতিযোগিতায় সূত্রপাত' জাতীয় সংবাদ পাঠ করে মানুষ আহত হয়। রবিবার প্রকাশিত ঐ সংবাদে বলা হয়েছে, বিজয় দিবসে শহীদ মিনারে ফুল দেয়া নিয়ে চট্টগ্রামের লোহাগড়ায় এবং রাজশাহী ভার্সিটিতে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের সংঘর্ষ হয়েছে। লোহাগড়ার ঘটনায় গুলিতে সুজন নামে একজন নিহত এবং ৩ জন গুলিবিদ্ধ হয়। অপরদিকে রাজশাহী ভার্সিটিতে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের সংঘর্ষে আহত হয়েছে কমপক্ষে ১৫ জন। চট্টগ্রামে বিজয় দিবস উপলক্ষে শহীদ মিনারে ফুল দেয়ার জন্য ছাত্রলীগের বিবদমান দু'টি গ্রুপ উপস্থিত হলে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। কে কার আগে পুষ্পস্তবক প্রদান করবে এ নিয়ে শুরু হয় হুড়াহুড়ি। এ বিষয়টি নিয়ে শহীদ মিনারস্থলেই গ্রুপ দু'টি বন্দুকযুদ্ধে লিপ্ত হয়। প্রায় ঘণ্টাব্যাপী এ বন্দুকযুদ্ধ চলে। এ সময় শহীদ মিনারে ফুল দিতে আসা অন্যান্য সংগঠনের কর্মীরা আতঙ্কে দ্রুত সরে যায়। গুলির শব্দে থানা সদর এলাকা কেঁপে ওঠে। উভয়পক্ষের বন্দুকযুদ্ধে গুলিবিদ্ধ হয় চার ছাত্রলীগ কর্মী। চারজনকেই চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হলে সুজন শনিবার ভোরে মারা যায়। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের বিবদমান দু'গ্রুপের নেতাকর্মীদের মধ্যে দু'দফা ধাওয়া পাল্টাধাওয়া, বোমাবাজি এবং সংঘর্ষে অন্তত ১৫ জন আহত হয়। উল্লেখ্য, এ দু'টি হলে বন্দুকযুদ্ধ নতুন নয়। গত বছর ২১ ডিসেম্বর দুপুরে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগ ও ইসলামী ছাত্র শিবির কর্মীদের মধ্যে প্রায় এক ঘণ্টা রক্তক্ষয়ী বন্দুকযুদ্ধে ২ শিবির কর্মী নিহত ও ২৫ জন আহত হয়। অন্য একটি দৈনিকের মতে, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে দেড় বছরে ৭ ছাত্র খুন হয়। এখানে স্মরণ করা প্রাসঙ্গিক হবে যে, গত বছর শিবিরের সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলগুলোতে ঘুমন্ত ছাত্রদের ওপর মধ্যযুগীয় বর্বরতা চালায়। ঐ অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রক্টর, উপউপাচার্য ও ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য পদত্যাগ করেন। তেমনি সিলেট শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ে মৌলবাদীরা গত বছর তাণ্ডবলীলা চালায়। শিক্ষার পবিত্র অঙ্গনে রক্তপাত ঘটুক, তা কোন সুস্থ মানুষ চায় না। সশস্ত্র ক্যাডার যে দলেরই হোক না কেন, তাদের সুপথে ফিরিয়ে আনতে হবে। রাজনৈতিক দল, সামাজিক সংগঠন, ছাত্র সংগঠন ও অভিভাবক— সকলেরই শিক্ষাঙ্গনের শান্তির জন্য মিলিত প্রচেষ্টা ও সহযোগিতা দরকার।

কিন্তু বিজয় দিবসে চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের দু'গ্রুপের বন্দুকযুদ্ধ অত্যন্ত মর্মান্তিক। আমরা সহিংসতার নিন্দা করি। এদের মনে রাখা উচিত যে, এরা সরকারী দলের তথা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের মানুষ বলে পরিচিত। বাঙালী জাতির শ্রেষ্ঠ অর্জন স্বাধীনতা তথা বিজয় দিবসের দিনে তাদের হাতে অস্ত্রের ঝঙ্কার অধিকতর নিন্দনীয়। ঐ ছাত্র প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ও সরকারের কাছে আমাদের আবেদন, এই সহিংসতা বন্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক। আজকের ক্রান্তিলগ্নে এ লড়াই মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তিকে দারুণভাবে বিপর্যস্ত করবে। তাই এক্ষেত্রে আত্মপ্রসাদের কোন অবকাশ নেই।